ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৪৫২৯
আগরতলা, ৯ মার্চ, ২০১৯

একবছরে মৎস্য দপ্তরের সাফল্যের খতিয়ান

রাজ্যে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তর গত একবছরে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী রূপায়ন করেছে । এর ফলে রাজ্যে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে । বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখি প্রকল্প ও কেন্দ্রীয় সরকারের নীল ক্রান্তি প্রকল্প তথা রাস্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা রাফতার প্রকল্পের রূপায়নের ফলেই মৎস্য চাষের উন্নয়নে এই সাফল্য এসেছে । মৎস্য দপ্তর গত একবছরে যে সব বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিজ্ঞান ভিত্তিক মৎস্যচাষে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ২৯০০০ জন মৎস্যচাষীকে মাছের পোনা, চুণ ও খাদ্য প্রদান করা হয়েছে।বাণিজ্যিক মাছ চাষে উদ্যোগী করার জন্য ৩১৫টি স্বসহায়ক দল ও ৫২টি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে মাছের পোনা দেওয়া হয়েছে। উপজাতি অঞ্চলের ১৯১ জন মাছ চাষীদের শুকরের সাথে মাছ চাষে সহায়তা করা হয়েছে। এছাড়াও বিজ্ঞানভিত্তিক মাছ চাষে আগ্রহী করার জন্য ৭৬৩৭ জন মাছ চাষী ও বেকার যুবক-যুবতীকে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৬০০ জন মাছ চাষীকে দক্ষতাবৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে বিভিন্ন নদী নালা ও জলাধারে ২৫.১০ লক্ষ চারা পোনা ছাড়া হয়েছে। রেগা ও অন্যান্য সরকারি প্রকল্পে সৃষ্ট ৭২০ হেক্টর জলাশয়কে বিজ্ঞানভিত্তিক মাছ চাষের আওতায় আনা হয়েছে। ডম্বুর সহ অন্যান্য বড় জলাশয়ে ৬৪টি খাচা বসিয়ে সেখানে মাছ চাষ করা হচ্ছে। ৫০ হেক্টর নতুন জলাশয় তৈরী করা হচ্ছে। ৩০ জন মাছ চাষীর জন্য ঘর নির্মানের কাজ চলছে। আরো ২৫০ টি ঘর নির্মানের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনার আওতায় ২১৯২ জন মাছ চাষীকে আনা হয়েছে। ৩টি পিসিকালচার নলেজ সেন্টার ও ৪টি মাছ বাজার নির্মানের কাজ এগিয়ে চলছে। বিশালগড় ও মহারাজগঞ্জ বাজারে ২টি পাইকারি মাছ বাজার নির্মাণ করা হয়েছে।

******